বাড়িতে পাইপ গ্যাস: টার্গেট নিয়ে প্রশ্ন সংসদীয় কমিটিরই

জমিজটে কাজ আটকে অনেক জায়গাতেই

কৌশিক প্রধান

পাইপে গ্যাস সংযোগের ব্যাপারে 'অসম্ভব' লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার জন্য সংসদীয় কমিটির তোপের মুখে পড়ল রাষ্ট্রায়ত্ত তেল ও গ্যাস সংস্থাগুলি। ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে ১২ কোটি রান্নাঘরে পাইপ-গ্যাস দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে কেন্দ্রীয় তেল মন্ত্রক। সেখানে এখনও পর্যন্ত ১.৪০ কোটি গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। শনিবার কলকাতায় হওয়া এক বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করেন 'পার্লামেন্টারি কমিটি অন এস্টিমেটস'-এর সদস্যরা। এক সূত্র বলেন, 'কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় জয়সওয়াল রাষ্ট্রায়ত্ত তেল ও গ্যাস সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের কাছে জানতে চান যে, সত্যিই কিছু হবে, নাকি লোক দেখানোর জন্য এই টার্গেট রাখা হয়েছে।'

বছর চারেক আগে কেন্দ্রীয় তেল মন্ত্রক ভারতের তেল ও গ্যাস সংস্থাগুলিকে বছরে ১ কোটি পাইপ গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেয়। কিন্তু, সে জায়গায় বছরে ৪০ লক্ষের মতো সংযোগ হচ্ছে। কলকাতার চিত্র আরও খারাপ। কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে ১,৫৩০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় পাইপ গ্যাস ও সিএনজি সরবরাহের দায়িত্ব পেয়েছে গেইল ও রাজ্য সরকারের যৌথ সংস্থা বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড। ২০২৬ সালের মধ্যে তারা ১৪ লক্ষ পাইপ গ্যাস সংযোগের টার্গেট নিলেও এখনও পর্যন্ত মাত্র ৫ হাজার সংযোগ দিতে পেরেছে।

সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এর মূলত দু'টি কারণ। প্রথমত, দুর্গাপুর থেকে কলকাতার উপকণ্ঠে নদিয়ার গয়েশপুরের মধ্যে বর্ধমানের

যদিও বেঙ্গল গ্যাস কর্তৃপক্ষের দাবি, অনুমোদন পাওয়ার ক্ষেত্রে জট কাটলে ১০ বছরের মধ্যে তারা ১৪ লক্ষ পাইপ গ্যাস সংযোগ দেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী

গলসিতে জমি-জটের কারণে গেইলের পাইপলাইন নির্মাণে দেরি হওয়া এবং পরিকাঠামো নির্মাণে বিভিন্ন পুরসভা ও রাজ্য প্রশাসনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা। গত বছরে গেইলের পাতা পাইপলাইনে দুর্গাপুর থেকে নদিয়ার গয়েশপুর পর্যন্ত গ্যাস চলে এসেছে। সেখান থেকে কল্যাণী পর্যন্ত গ্যাসের মেন পাইপলাইন টেনেছে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি। তার পরে প্রথম পর্যায়ে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ধরে ব্যারাকপুর, বারাসত, এয়ারপোর্ট, নিউ টাউন, সল্টলেক সেক্টর ফাইভ, ইএম বাইপাস হয়ে বারুইপুর পর্যন্ত যাবে গ্যাসের মেইন পাইপলাইন।

কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে ভাটপাড়া থেকে ব্যারাকপুর ওয়্যারলেস মোড় এবং তার পরে বারাসতের হেলা বটতলা থেকে ভিআইপি রোডের হলদিরাম পর্যন্ত মেন পাইপলাইন বসানোর কাজ যথাক্রমে ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইওয়েজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ও রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরের কাছ থেকে অনুমোদন না পাওয়ার জন্য দীর্ঘ দিন আটকে রয়েছে। আর কলকাতা পুরসভা এলাকায় বাড়ির রান্নাঘরে গ্যাস পৌঁছে দিতে পলিইথিলিন পাইপ নেটওয়ার্ক তৈরির কাজ কার্যত কিছুই এগোয়নি। সমস্যা একই— কলকাতা পুরসভা ও অন্য সরকারি এজেন্সিগুলির কাছ থেকে কাজ শুরু করার অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা।

উল্লেখ্য, পরিকাঠামো তৈরির জন্য বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানির বিভিন্ন পুরসভা, পূর্ত দপ্তর, রেল-সহ প্রায় ৭৫টি সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন। যদিও বেঙ্গল গ্যাস কর্তৃপক্ষের দাবি, অনুমোদন পাওয়ার ক্ষেত্রে জট কাটলে ১০ বছরের মধ্যে তারা ১৪ লক্ষ পাইপ গ্যাস সংযোগ দেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। এই ১৪ লক্ষ সংযোগ দিতে হলে সংস্থাকে মোট ১০ হাজার কিলোমিটার শাখা পাইপলাইন বসাতে হবে। তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৫০০ কিলোমিটার পাইপলাইন বসেছে। এর মধ্যে হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া, চন্দননগর, কোদালিয়া, শ্রীরামপুর ও উত্তরপাড়ায় ১৫০ কিলোমিটার শাখা পাইপলাইন বসেছে বলে বেঙ্গল গ্যাস সূত্রে খবর।

পাইপের গ্যাসের নতুন নীতির খসড়া

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ: পাইপে জোগানো গ্যাসের ক্ষেত্রে শুল্কের হার ঠিক করা নিয়ে নতুন নীতি চালু করতে চায় নিয়ন্ত্রক 'পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস রেগুলেটরি বোর্ড' (পিএনজিআরবি)। পাশাপাশি সিএনজি এবং পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি রান্নার জন্য সরবরাহ করা প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম কমানোও লক্ষ্য তাদের। এর জন্য যে সব সংস্থা ওই পরিষেবা পরিচালনা করে, তাদের শুল্ক সব থেকে কম রাখতে চায় নিয়ন্ত্রক। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের বিবেচনার জন্য এ ব্যাপারে তৈরি খসড়া নীতি প্রকাশ করেছে পিএনজিআরবি।

এ দিকে, সোমবার কেন্দ্র জানিয়েছে গাড়ি এবং গৃহস্থ বাড়িতে জোগানো প্রাকৃতিক গ্যাসের (সিএনজি) দাম বাড়ানো হচ্ছে ১ এপ্রিল থেকে। এই গ্যাসের দাম সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। এত দিন এর প্রতি মিলিয়ন ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিটের দাম ছিল ৬.৫০ ডলার। তা বেড়ে হচ্ছে ৬.৭৫ ডলার। গত দু'বছরের মধ্যে এই প্রথম সরকার দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। এই সিদ্ধান্তের ফলে খুচরো ক্ষেত্রে সিএনজির দাম খানিকটা বাড়বে। উল্লেখ্য, এখনও প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। ২০২৭-এর পর তা বাজারের উপর ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ঠিক যে ভাবে পেট্রল-ডিজ়েলের দাম বাজার-নির্ভর করে দেওয়া হয়েছে।

যে সব লক্ষ্যে পাইপের গ্যাসের নীতি বদলাচ্ছে, তার অন্যতম এ ভাবে জোগানো গ্যাসের ব্যবহার বাড়ানো। এ জন্য পাইপলাইনে গ্যাস পরিবহণে লগ্নি টানতে চায় পিএনজিআরবি। যে কারণে শহরে দাম কমানোও উদ্দেশ্য। তারা মনে করে, এর সম্ভাবনা বিপুল।

সংবাদ সংস্থা